হাবিবুর রহমান প্রার্থী থাকলে অনেক নারী ভোট দেবেন না

সাত্তার আজাদ, বিয়ানীবাজার (সিলেট)

'ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম। এ দেশে ইসলামি হুকুমত (শাসনব্যবস্থা) কায়েম হলে নারীদের পর্দার আড়ালে ফিরে যেতে হবে'–সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ) আসনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা হাবিবুর রহমানের এমন মন্তব্যে বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার সচেতন নারী সমাজ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। হাবিবুর রহমানকে মহাজোটের প্রার্থী বহাল রাখা হলে নির্বাচনে তাঁরা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর খেলাফত মজলিসের (শায়খুল হাদিস) নায়েবে আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান আরও বলেন, 'ইসলামি আইনে মহিলাদের পর্দার মধ্যে রাখার কথা বলা আছে। নারীদের সে আইন মেনে চলতে হবে।' কিন্তু আওয়ামী লীগের নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন কেন–প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার আদর্শে অবিচল আছি। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড় দিতে হয়।'

'বুলবুলি মাওলানা' নামে খ্যাত হাবিবুর রহমানের এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিয়ানীবাজারের লাউতা ইউনিয়নের নারীনেত্রী রুলি বেগম বলেন, 'নারী জাগরণবিরোধী উগ্র মৌলবাদী নেতা মাওলানা হাবিবুর রহমানকে মহাজোটের প্রার্থী বহাল রাখা হলে আসন্ন নির্বাচনে আমরা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকব।'

কালাইউরা গ্রামের রোকেয়া বেগম বলেন, 'মাওলানা হাবিবুর রহমান তাঁর প্রকাশিত বুলবুলি পত্রিকায় লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে ইসলামবিরোধী ঘোষণা করে তাঁর মাথার মূল্য ধার্য করেছিলেন। আবার তাঁকে দীনে আনার জন্য বিয়ে করারও প্রস্তাব দেন। এতে তাঁর কুমতলব আমরা জেনে গেছি। ওই বুলবুলিকে আমরা ভোট দেব না।'

বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা রোমা চক্রবর্তী বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ঘোরবিরোধী হাবিবুর রহমানের হাতে এলাকার প্রতিনিধিত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না। তিনি মহাজোটের প্রার্থী থাকলে প্রগতিশীল অনেক নারী তাঁকে ভোট দিতে যাবেন না।' দুবাগ গ্রামের শহীদ জননী আয়মনা বেগম বলেন, 'একজন মুক্তিযুদ্ধবিরোধীকে নেতা করার জন্য কী আমার ছেলে প্রাণ দিয়েছিল? স্বাধীনতাবিরোধী হাবিবুর রহমানকে আমরা ভোট দেব না।'

গোলাপগঞ্জ উপজেলার ধারাবর গ্রামের রহিমা বেগম বলেন, 'আওয়ামী লীগ থেকে

একজন সন্দেহভাজন জঙ্গি নেতাকে নির্বাচনের সুযোগ দেওয়ায় আমরা মর্মাহত। আমরা ওই আসনে অন্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

আমাদের সিলেট অফিস জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোয় মাওলানা হাবিবুর রহমানের বক্তব্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সিলেটজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সিলেট প্রেসক্লাবে বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ আওয়ামী লীগের নেতাদের সংবাদ সম্মেলনে প্রথম আলোর প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তারা বলেন, এ ধরনের উক্তি যিনি করতে পারেন, তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের জোট থেকে মনোনয়ন দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। গতকাল মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমি ব্যক্তিগত বা আদর্শগত কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনা, বাজানো এবং জাতীয় সংগীতের পক্ষে নই। ওই দিন আমি দোয়া-দুরুদ করি। আমার আদর্শ নিয়ে অবিচল আছি, থাকব।'

জেলা জাসদের সভাপতি কলমদর আলী, মহানগর জাসদের সভাপতি অ্যাডভোকেট জাকির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আরবি এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'জাতীয় সংগীত গোটা জাতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক। একজন বিতর্কিত ব্যক্তি জাতীয় সংগীত শুনুক বা না শুনুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে আমাদের দুঃখ হলো, জাতীয় সংগীতের প্রতি প্রকাশ্যে অবজ্ঞাকারী এক ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগ মহাজোটের মনোনয়ন দিয়েছে, যা লজ্জাজনক।'

জেলা যুব ইউনিয়নের সভাপতি অ্যাডভোকেট মইনউদ্দিন আহমদ জালাল ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সমর বিজয় শেখর বিবৃতিতে মাওলানা হাবিবুর রহমানকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান। বিয়ানীবাজার পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি মুশতাকি মালি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস শুকুর, বিয়ানীবাজার মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কমান্ডের আহ্বায়ক আবদুল ওয়াদুদ, সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সুমন, কবিতা আবৃত্তি পরিষদের সভাপতি দেওয়ান মাকসুদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এবাদ আহমদ জাতীয় সংগীতের প্রতি অবজ্ঞাকারী এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে মহাজোটের মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো